এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

নভেম্বর ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

প্রণয় রায় ১৯/৭০

এনডি টিভি-র সঙ্গে মনস্যান্টোর চুক্তি বাতিল। বাতিল করল এনডি টিভি স্বয়ং। বন্ধ হল 'ইমপ্রুভিং লাইভস' অনুষ্ঠানের সম্প্রচার। ইমপ্রুভিং লাইভস চলত উভয়ের যৌথ সহযোগে।

এই নিয়ে এনডি টিভি ফেসবুকে সমালোচিত। এই নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান গ্রিনপিসের। এই নিয়ে গ্রিনপিসের অভিযানে সই দিয়েছে এপ্রিল অব্দি দু হাজার ছশোর বেশি মানুষ।

... ভেতরে ভবিষ্যৎ ১৯/৭১

সরষে জাতীয় সবজি দিয়ে ক্যান্সার রোধ। এই জাতীয় সবজিতে গন্ধক আছে। কাটলে-পিষলে এই জাতীয় সবজির গন্ধকের বদল হয় আইসোথায়সায়ানেটস-এ। এই আইসোথায়সায়ানেটস ক্যান্সার রোধে উপযোগী।

ডাবল লাভ ১৯/৭২

হংকং-এ বাড়ির ছাদে সবজিবাগান। সবজিবাগান রাসায়নিক সার-কীটনাশক ছাড়া। উদ্যোগে হংকং-এর বাসিন্দারা। হংকং -এ সব উঁচু উঁচু বাড়ি। বাগান হয়েছে এইসব উঁচু বাড়ির ছাদে।

লাদাখে গরম ? ১৯/৭৩

লাদাখে হিমবাহ সংকোচন। গত তিন দশকে এই সংকোচন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। ১৯৭৩ থেকে ২০০৮ লাদাখে তাপমাত্রা ০.৮ ডিগ্রি বেড়েছে। গরমকালে হচ্ছে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বাড়ার কারণে লাদাখে টমেটো, লংকা, বেগুনের মতো কম উচ্চতার ফসলের চাষ হচ্ছে।

রত্নাকরে দস্যু ১৯/৭৪

মহাসাগর দ্রুত গরম হচ্ছে। সাগরজলের অম্লত্ব বাড়ছে। সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে জলে থাকা অক্সিজেন কমছে। ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট বেঞ্জ বলছে, গ্রিন হাউস গ্যাসের যে তাপ পৃথিবী ধরে রাখছে, তার নব্বই শতাংশেরও বেশি শোষণ করে মহাসাগর গরম হচ্ছে।

তালগোল ১৯/৭৫

জলবায়ু বদলজনিত ঝুঁকির প্রথম শিকার হবে বাংলাদেশ, ভারত থাকবে কুড়ি নম্বরে আর চল্লিশে পাকিস্তান। ঝুঁকির পরিমাণ হবে এখনের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশ বেশি। এইসব ঘটবে ২০১৫ সালের মধ্যে। আর ওই সময়ের ভেতর বিশ্বের আর্থিক বিকাশের একত্রিশ শতাংশই নির্ভর করবে এই দেশগুলোর ঝুঁকির মাত্রার উপর। এমন সমস্ত তথ্য আছে ম্যাপলক্রফটস ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিস্ক অ্যাটলাসের ষষ্ঠ প্রতিবেদনে।

বাদামি গাছ ? ১৯/৭৬

পূর্ব হিমালয় অরণ্যের বাদামি রং। এই রং দিনে দিনে বাড়ছে। গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, ফ্যাকাশে হচ্ছে, ফলনের মরশুমে গাছের পাতা কমছে। এইসবের কারণ জলবায়ু বদল। বিশেষজ্ঞ বলছেন, ১৯৮২-২০০৬-এর মাঝ-সময়ে হিমালয়ের তাপমাত্রা বেড়েছে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শেম শেম ! ১৯/৭৭

ইমারত-মাফিয়ার গ্রাস থেকে জলাভূমি বাঁচাতে শহিদ হন তপন দত্ত। জলাভূমিটি ডানকুনিতে। জলাভূমিটিতে বিরল-বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর দেখা মেলে। জলাভূমিটিতে নির্মাণ বন্ধ করতে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। জলাভূমিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। কিন্তু এখনো কোনো কাজ শুরু হয়নি।

বাবারে ! ! ১৯/৭৮

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আর দু ডিগ্রি বাড়লেই জল সংকট তৈরি হবে বিশ্বের ৫০০ মিলিয়ন বাসিন্দার। এই সংকটে সবচেয়ে পড়বে পূর্ব ভারতের তৃণভূমি অঞ্চল, তিব্বত মালভূমির গুল্মাচ্ছাদিত ভূভাগ, উত্তর কানাডার অরণ্য, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার নিষ্পাদপ অঞ্চল ও আমাজন বৃষ্টিঅরণ্য। তাপ বৃদ্ধির এই হার চলতে থাকলে আগামী শতকে পৃথিবীর তাপমাত্রা নাকি হবে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এক গবেষণা এসব বলছে। গবেষণার খবরটা বেরিয়েছে ১২সেপ্টেম্বরের এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ লেটার্স-এ।

বকরাক্ষস ১৯/৭৯

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিপন্ন। এই জলাভূমির আয়তন ১২,৫০০ হেক্টর। এই জলাভূমি রামসার-সাইটের অংশ বলে মান্য। 'রামসার সাইট' জলাভূমির গুরুত্বের নিরিখ।

এই জলাভূমির ৪৩ বিঘার কালেক্টর ভেরি আক্রান্ত। এই ভেরি কেটে দেওয়া হয়েছিল। চারপাশে পাঁচিল ওঠানো হয়েছিল। এর পেছনে ছিল জমি লুঠেরা, স্থানীয় রাজনীতিক ও পুলিশের একাংশের যোগসাজশ। জলাভূমি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও কলকাতা পুরসভা কাজ বন্ধ করার তিনবার নোটিস দিয়েছে-এফআইআর হয়েছে-কিন্তু কোনো ফল হয়নি। নোটিস ছেঁড়া হয়েছে। বেপরোয়া চাল অন্যপক্ষের। জলাভূমি রক্ষায় মঞ্চ হয়েছে। সমন্বয় পাঁচিল ভেঙেছে-দখলদারির রুখেছে-জলাভূমি পুনরুদ্ধার করার সংকল্প করেছে।

দাওয়াই ১৯/৮০

মাটির নীচের জল ব্যবহারে সাজা। সাজা শিল্প-উদ্যোগের। সাজা তামিলনাড়ুতে। এই জল ব্যবহার করা হচ্ছে ওখানে সিপকট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর নানা শিল্পে। সিপকট এস্টেট ও কাডালর জেলার পেরিয়াকুপ্পম-এ এর মধ্যেই ১২টা রং কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরা বেপরোয়া জল ব্যবহার করছে, জল ব্যবহারের অনুমতি নিচ্ছেনা। এই সাজার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কনজিউমার ফেডারেশন তামিলনাড়ু।

কেমন ? ১৯/৮১

সিঙ্গরৌলি ও সোনেভদ্র জেলায় উপযুক্ত অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা যাবে না। সিঙ্গরৌলি ও সোনেভদ্র মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে।

ভুল স্বীকার : গত সংখ্যায় দ্বিতীয় পাতার শেষ খবরের শিরোনামে বিরোধিতা শব্দে 'ধী' -এর বদলে ধি হবে। 'দিল্লিতে লেক কমছে' সংবাদটি পত্রিকায় দুবার এসেছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

এই কথা বলেছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল। বলেছে এসার, হিন্ডালকো, রিল্যায়ান্স সসান আল্ট্র-মেগাপাওয়ার প্রজেক্টসহ ওখানে কাজ করা সমস্ত কোম্পানিকে।

কিংকং ?

১৯/৮২

তেলখনি করলে পাহাড়ি গরিলার বিপদ হবে। বিপদ হবে আফ্রিকায়। আফ্রিকায় তেলখনি করতে চাইছে এক ইংরেজ কোম্পানি। তেলখনি হবে ভারুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে। ভারুঙ্গা কঙ্গোয়। ভারুঙ্গা 'দেশজ পরম্পরা'-র অংশ, মানে হেরিটেজ সাইট। ভারুঙ্গা পাহাড়ি গরিলার শেষ আবাস।

এই নিয়ে আপত্তি করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ও ডব্লু ডব্লু এফ। আপত্তি করেছে ইংরেজ সরকারও। কোম্পানির তরফে বলছে, সব কিছুই নাকি কঙ্গো সরকারের অনুমতি-মাফিক চলছে।

POLLUTION

১৯/৮৩

পূর্ব লন্ডনে ভয়ানক বায়ু দূষণ। ওখানে বাতাসে বেড়েছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড। এই বৃদ্ধি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সীমা পেরিয়েছে। কখনো পেরিয়েছে বিপদসীমা।

বিপদসীমা পেরিয়েছে ১৫ স্থানে। এই দূষণের কারণ কারখানা ও যানবাহন। এই দূষণে বাড়ছে শ্বাসজনিত ও হৃদরোগ। হিসেব বলছে, এখন অব্দি এই কারণে মারা গেছে ৪০০০ মানুষ। দূষণে নাকি পূর্ব লন্ডন ব্রিটেনে সবার আগে।

মীনingless

১৯/৮৪

বিদর্ভে নাশ দেশি মাছ। বিদর্ভে নদীতে বিজাতীয় মাছ। এখানে নাশ হচ্ছে দেশি মাছ বৈচিত্র। কারো মতে এর কারণ বিবিধ সেচ প্রকল্প। কারো মতে, এর কারণ মহারাষ্ট্রের নদীতে গঙ্গার রুই, কাতলা, মৃগেল আসা। এখানে রুই-কাতলা-মৃগেল আসার পেছনে রাজ্যের মৎস্য দফতর। আর বিজাতীয় মাছ বলতে এখানে এসেছে তিলাপিয়া ও আফ্রিকার মাগুর। এই দুই মাছ যদিও সরকারিভাবে নিষিদ্ধ।

নবীন উদ্যোগ

১৯/৮৫

ওড়িশা ইকো-সেনসিটিভ জোন -এর এলাকা কমাচ্ছে। এই ইকো-সেনসিটিভ জোন-এর ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের। ইকো-সেনসিটিভ জোন করার কারণ সংরক্ষিত অরণ্যের চারপাশকে শিল্পদ্যোগের কবল থেকে বাঁচানো।

ওড়িশা সরকার এই জোন কমাচ্ছে। জোন কমাচ্ছে পাথরখাদান, ক্রাশার, বক্সাইট খনি বাঁচাতে। ওড়িশার জোন কমছে বালেশ্বর কুলডিহা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারি কালাহান্ডির করালপট ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারি, ঢেনকানালে কপিলাস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংকচুয়ারি ও ছন্দক-দম্পদ স্যাংকুচুয়ারিতে। এই উদ্যোগের সঙ্গে স্বয়ং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আছেন।

কী রোদ !

১৯/৮৬

মাছ ধরার নৌকায় সৌর-বিজলী। উদ্যোগ তামিলনাড়ুতে। উদ্যোগে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীর তুতথুরের মৎস্যজীবীদের। এই নৌকায় সৌরলন্ঠন বসেছে। এই নৌকা ডিজেলে চলে।

সৌর-বিজলী থাকায় ডিজেল বাঁচছে। ডিজেল বাঁচালে লাভ বাড়ছে। নৌকায় সৌরশক্তি ব্যবহারে ভারতে মনে হয় তুতথুর প্রথম।

বোতলে বিষ

১৯/৮৭

বোতল জলে তীব্র বিষ। এই বিষ নানা রাসায়নিকের। এই রাসায়নিকের সংখ্যা ২৪,৫২০। এই রাসায়নিক বেশি ক্ষতি করে হরমোনের। এর রাসায়নিকের ভেতর বেশি আছে ডাই ইথাইহেক্সিল ফামারেট। এই রাসায়নিক ক্ষতি করে ইস্ট্রোজোনের। ইস্ট্রোজোন নারীদেহের প্রয়োজনীয় হরমোন। এইসব বলছে জার্মান গবেষকরা। তারা ১৮ বোতলের ওপর এই সমীক্ষা করেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কড়াকড়ি

১৯/৮৮

নতুন শিল্প গড়া ও পুরোনো শিল্পের প্রসারে স্থগিতাদেশ। স্থগিতাদেশ পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের। পুরোনো শিল্পে স্থগিতাদেশ আটটি শিল্পতালুকে। এগুলি হল গুজরাটের বাপি, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সিঙ্গরৌলি, হরিয়ানার পানিপথ, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, ওড়িশার ঝাড়সুগুদা ও অন্ধ্রপ্রদেশের পাটানচেরু বল্লারাম।

মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সমীক্ষা মোতাবেক। এখানে স্থগিতাদেশ ছিল। স্থগিতাদেশ তোলা হয়েছিল রাজ্যগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস পেয়ে। বাস্তবে কাজ এগোয়নি। তাই রায়-এর পুর্নবহাল।

সূর্যশিকার

১৯/৮৯

উত্তরাখন্ডে ঘরে, কারখানায়, ব্যাবসাকেন্দ্রে সৌরবিজলী। ওখানে ওই উদ্যোগ দিনে দিনে বাড়ছে। ওখানে ওই কার্যক্রমের শুরু গত আগস্টে। এখন অব্দি যা আবেদন পড়েছে বিদ্যুতের হিসাবে তা ১ হাজার ৭০০ কিলোওয়াট। এইজন্য উত্তরখন্ড সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। আর এই সৌরবিদ্যুৎ নিলে লাভ হচ্ছে দুভাবে, এক হচ্ছে লোডশেডিং-এ আলো সঙ্গে ঘরে বাড়তি বিদ্যুৎ হলে বিক্রি।

চাঁদমারি

১৯/৯০

ওখলা বার্ড স্যাংকচুয়ারির বিপদ। এই স্যাংকচুয়ারি নতুন দিল্লিতে। এই স্যাংকচুয়ারির গা ঘেঁসে দশ ইমারত-প্রকল্প। প্রকল্পগুলি ওয়াইড লাইফ বোর্ড-এর পরিবেশ ছাড়পত্র বা অনুমতি নেয়নি। স্যাংকচুয়ারির চারপাশ ইকো সেনসিটিভ জোন করার প্রস্তাব ছিল। ওদিকে স্যাংকচুয়ারির দেওয়াল ভাঙা হয়েছে। জঞ্জাল ফেলার জন্য।

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষি একটি অব্যর্থ মারণাস্ত্র

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

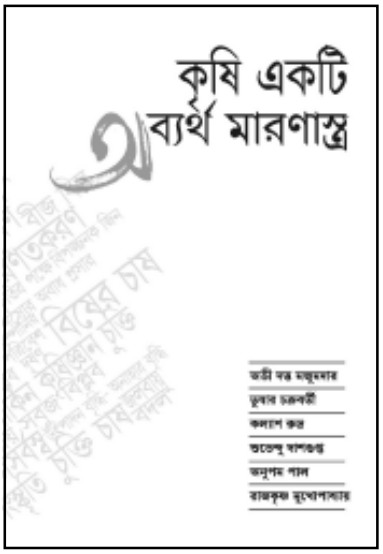

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু